কাব্যের রস ও কর্মের রস 6/1
(প্রেম) (কর্ম)

② চিত্রা'র "এবার ফিরাও মোরে" কবিতা অবলম্বনে, এখানে কবি ও কর্মীর দ্বৈত ভূমিকা পালনের যে কথা বলা হয়েছে তা আলোচনা কর।

রোমান্টিক কবি মানসের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা নিজেদের অন্তর, চিরপরিচিত আবেষ্টনী, পারিপার্শ্বিকের জীবনের সুখ দুঃখ, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি সম্পর্কে সন্তুষ্ট না ~~হইয়া তার~~ হয়ে তাদের সাথে এক অনির্বচনীয় সুন্দরের তথা অসীমের সম্পর্ক কল্পনা করে, রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ, প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে সুন্দরের রহস্য চেতনা, মানব মনের মাধুর্য কল্পনার, আদর্শ প্রীতি, অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধান লক্ষ্য করা যায়, তাই রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা যখনই সেখানে অন্তর জগতের দুঃখসুখের কথা ও অসীমতায় প্রতিফলিত, রূপ ও জীবনকে উপেক্ষা করে, সেখানেই রোমান্টিক কল্পনা নিছক কল্পনাবিলাসী মনোবৃত্তির পরিচায়ক, আর যেখানে রূপ ও জীবনকে অবলম্বন করে কবিমনের কল্পনার বিস্তারে অগ্রসর হয় সেখানেই সৃষ্টি হয় শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক রস। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কল্পনার জগৎ থেকে নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য ধ্যানের জীবন থেকে, মানুষের মধ্যে, কর্তব্য ও কর্মের মধ্যে অবতীর্ণ হতে চেয়েছেন, মানুষের সাথে, সংগ্রামের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, অপরের সাথে মিলিত হয়ে জীবনকে উপলব্ধি করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে কবির মধ্যে,

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি বৃহত্তম জীবনের মহাগানে অভিষিক্ত, এই কবিতাটির প্রথমার্ধে আছে, অন্তরতম, কিম্বা বলা যায় বৃহত্তর রূপ ও জীবনের আহ্বানে অনুভূত আর্তনাদ, আর দ্বিতীয়ার্ধে সেই কবিমনেই এই বাণীই ঘোষিত হয়েছে — মানুষ চেয়েছি, কোন প্রাপ্তি প্রত্যাশা না নিয়ে, কোন আদর্শের সন্ধানে, সৃষ্টির জোয়ারে ভেসে চলেছে, এখানে একদিকে কবির অন্তর, আর অন্যদিকে real কে স্বীকার করে রোমান্টিক রসের উত্তরণ, এই রোমান্টিক রসের ধারা প্রবাহিত করে রাখির কাছ, আর এই তুলনার মধ্যেই প্রেম সম্পর্ক নিয়েও, ~~...~~ কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় মানবতায় যে প্রেম আত্মার ভস্মীভূত হয়ে উঠে সমগ্র। এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার উর্বশী ও 'সোনার তরী' কবিতা — এ দুটি আমাদের

মনে নেই কোনোদিন কেউ, কোনোবার কোনোদিন মানুষের
আত্মকেন্দ্রিকতা মুক্ত হয়ে কবির নিজের সংসারের, কবির ভেতরে
নাড়ি অস্তিত্বের ছবি বিস্তারে কীভাবে কোথায় কতটা
দুঃখগুলো দাঁড়িয়ে, দুর্বল সময়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে, অত্যাশ্চর্য
আশ্চর্যে। এই সমস্ত জটিল, ধূসরতায়, বঞ্চিত, অসহায়
মানুষের কথা কবি কীভাবে এই সময় তুলে ধরেন, একইসঙ্গে
কবি নিজে কীভাবে হয়, সেই সূত্র প্রসঙ্গে - "এইসব মুখ, প্রাণ,
মুখ, মুখোশ / দিতে হবে ভাষা, এইসব শান্ত মুখে তুলে দিতে হবে /ভাষা
তুলিতে হবে আশা; ভাষা দিতে হবে- / মুহূর্তে তুলিয়াকার
পঞ্চম দাঁড়ায়ে রয়েছে।" কবি এই কথাই আশ্চর্যের সত্যিকার
আমাদের জীবনইতিহাসের বিস্তৃত সত্যটিকে কীভাবে তুলেছেন
"যার হাত দুটি ছিল, সেকথা তার ভোলা যায়/ যখন মানুষ
তুমি তখনি সে সমস্যার জটিল।" এখানে আমরা তার নিজে
দেখি দর্শন কীভাবে ধরেছে। মানুষের আসলে সত্যিকার কবি বলতে চেয়েছেন যিনি বস্তুকে ধারণ করতে
অস্বীকার করেননি, যার পরবর্তী সমাজের কথাকে ধরতে চেয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে মত হল- "সাহিত্য-সৃষ্টির
আবশ্যিক নয়, মতটা তার সংঘের মানুষের প্রতি ভালোবাসা
ছাড়া আর কিছু নয়," কবি মানুষের এই ভালোবাসাকে ঘিরেই
সাহিত্যিক, এই কথা তাঁকে বলতে শুনি- "অন্ধকারে, প্রান্তরে
নদীর, আলো নদীর নদীর সুরে সুরে / নদীর নয়, নদীর স্রোতের, আরো
উজ্জ্বল সময়ের,"

এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে
যুক্ত করতে পারে, কিন্তু তাঁর নিজেকে ভালোবেসে,
সত্য আর নিজেকে বাদ দিয়ে নয়, বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তাঁর
জীবনের সম্পর্কটি বারবার। তাই কবি তাঁর অনুভূতি প্রকাশ
করেন — 'কবি, তোমাদের হয়ে, যদি আমি গাই / তাঁর তাহলেই আমি
তাহলেই হয় আমিদার," কিন্তু "এ যেন আমার, তবু / হয়ে
নয় নিজে হয়ে, আমি হতে বিচ্ছিন্নের ভূমিকা।"

এরপর বিচ্ছিন্ন মোহ' কবিতাটি
দ্বিতীয় অংশে কবি কলকাতার তাঁর দেখে বস্তুটির জীবনযন্ত্রণাকে
চিত্রিত করেছেন, একইসঙ্গে কীভাবে মানুষ
"এসব বিচ্ছিন্ন মোহ, লাখ লাখ সংসারের জীবন / হে কলকাতা,
নাগরিক" যে বিচ্ছিন্ন কলকাতা তাকিয়ে কবিকে বিচ্ছিন্ন মোহগুলো